ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ
তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর,
খুমুলুঙ, পশ্চিম ত্রিপুরা
==========

অনাবাদী টিলা ভূমিতে খেজুর চাষ করতে মুখ্যনির্বাহী সদস্যের গুরুত্বারোপ
==========

এডিসি।স-১৪৮
খুমুলুঙ,২৬।১০।২০২১ইং
==========

অনাবাদী টিলা ভূমিতে খেজুর চাষ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া । তিনি আরও বলেন খেজুর চাষ করার পর বাজার জাত কিভাবে করা যাবে । সেই বিষয় আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেন জরা ফাউনডেশন কর্মকর্তাদের ।

আজ খুমুলুঙস্থিত প্রধান প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে জরা ফাউনডেশন কর্মকর্তাদের সাথে এডিসি পরিচালন কমিটির মধ্যে খেজুর চাষ নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এডিসির পক্ষে মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া, উপ-মুখ্যনির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা, প্রাণী বিকাশ সম্পদ দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই, ভূমিলেখ্য ও বন্দোবস্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং এবং মৎস্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন । এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক সি.কে. জমাতিয়া, অতিরিক্ত মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক ঊষারঞ্জন দেববর্মা এবং ডেপুটি সি.ইও সুব্রত চৌধুরী । জরা ফাউনডেশনের পক্ষে মুসাহিদ আলি এবং রতীশ মালাকার উপস্থিত ছিলেন ।

রাজ্যে খেজুর চাষ করে স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব । এক হেকটর জমিতে ১৬৫টি খেজুর চারা রোপন করতে হয় । চারা থেকে ফলন পর্যন্ত হেকটর প্রতি মোট ৩ লাখ ৩৭ হাজার ৫ শত টাকা খরচ হবে । চারা রোপন করার দ্বিতীয় বছর থেকে গাছে ফলন আসে । একটি গাছ ৫০ বছর পর্যন্ত ফলন দিবে । এডিসি প্রশাসন খেজুর চাষ করতে আগ্রহী । ফলন হবার পর খেজুর কিভাবে বাজার জাত করা সম্ভব । তা পর্যবেক্ষন করার পরামর্শ দেন মুখ্যনির্বাহী সদস্য ।